রাশিয়া বিশ্বকাপ

ভুভুজেলাকে টেক্কা দিতে তৈরি লোঝকাস

লোঝকাস

উদ্‌বোধনী ম্যাচে
ইতিহাস গড়ার পথে ইউলিয়ারা

মিশন বিশ্বকাপ

দেবস্মিতা মৌলিক

মস্কো, ১২ জুন ঃ ঠিক কীভাবে ফুটবলটা ছুড়লে তা সোজা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ফুটবলারের হাতে গিয়ে পড়বে, কোচের কড়া নজরে প্রশিক্ষণটা ঝালিয়ে নিচ্ছে ইউলিয়া ও তার বান্ধবীরা। টাটারস্থানের আগরিজ শহরের কাদেতির স্কুল ফুটবল দলের সদস্য ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সি মেয়েরা রয়েছে যে দলে। আপাতত তারা মস্কোতে। কারণ, ১৪ জুন লুঝনিকিতে রাশিয়া বিশ্বকাপের উদ্‌বোধনী ম্যাচ আয়োজনের পাশাপাশি ইউলিয়াদের হাত ধরেই আরেকটা ইতিহাস লেখা হবে। বিশ্বকাপ ইতিহাসে এই প্রথমবার 'বলগার্ল'দের দেখা যাবে। দেশব্যাপী আয়োজিত বিশেষ প্রতিযোগিতায় জিতে সুযোগ করে নিয়েছে ইউলিয়ারা। শুধু ভাগ্যের জোরেই তাদের এই জায়গায় পৌঁছে দেয়নি, রীতিমতো ফুটবল খেলে এই রুশ কিশোরীরা।

স্কুলগার্লদের ফুটবল দলের মিডফিল্ডার ইউলিয়া সুসতোভা বলছিল, 'কীভাবে বলটা ঠিকমতো ছুড়তে হবে, সেই প্রশিক্ষণটাই ভালোভাবে হল এদিন। যাতে বল ছুড়লে তা অন্য কোথাও না গিয়ে ফুটবলারদের হাতেই পৌঁছোয়, সেই ব্যাপারটায় জোর দিচ্ছিলেন কোচ। পাশাপাশি নিজেদেরও ফুটবল অনুশীলন চালাচ্ছি আমরা। আমাদের দেশে বিশ্বকাপ হচ্ছে, টাটারস্থানের রাজধানী কাজানও অন্যতম আয়োজক শহর, পুরো ব্যাপারটাই আমাদের কাছে দারুণ গর্বের।' ছেলেরাই সাধারণত বলবয় হওয়ার দায়িত্ব সামলায়। খেলার মাঝে বল মাঠের বাইরে চলে গেলে সেটা দ্রুত সঠিকভাবে ফিরিয়ে দেওয়া ও খেলাটার প্রতি আবেগ ও মনোযোগ যার জন্য ভীষণ প্রয়োজন। দরকার ফিটনেসেরও। ইউলিয়ারা অবশ্য সমস্ত পরীক্ষায় সফল হয়েই দায়িত্বটা পাচ্ছেন। সুযোগ পাওয়ার প্রসঙ্গে ইউলিয়ার সংযোজন, 'উদ্‌বোধনী ম্যাচে বলগার্ল হওয়ার প্রতিযোগিতার খবরটা অনলাইনে আমিই প্রথম দেখেছিলাম। যেটা শুনে কোচ আমাদের সবাইকে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দেন। পরে যখন উনি আমাদের নির্বাচিত হওয়ার খবর দেন, তখন সবাই দারুণ খুশি হয়েছিলাম। খুশিটা আরও বেড়ে গিয়েছিল বাড়ি ফিরে, উদ্‌বোধনী ম্যাচে দায়িত্ব সামলানোর খবরটা শুনে ঠাকুরদা দারুণ গর্বিত হয়েছিলেন।' গতবছরই কাজানের কনফেডারেশনস কাপ পার্কে আনন্দে ভেসেছিল ইউলিয়ারা। যেখানে তাদের প্রিয় ফুটবলার তথা দু'বারের বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলিয়ান রোনাল্ডোর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল তাদের।

এদিকে, বিশ্বকাপের মঞ্চে সমর্থকদের মধ্যে সুর-ছন্দময় আনন্দ বহিঃপ্রকাশের রাস্তা তৈরি করতে প্রস্তুত হচ্ছে লোঝকাস। ২০১০ বিশ্বকাপের ভুভুজেলাকে নিশ্চয়ই মনে আছে সবার। লম্বা প্লাস্টিকের বাঁশিটি তাদের প্রবল আওয়াজে সংগঠকদের কান ঝালাপালা করে দিলেও সমর্থকদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল ভুভুজেলা। লোঝকাস অবশ্য বাঁশি নয়, চামচ জাতীয় কাঠের একটা বাদ্যযন্ত্র। রুশ সংস্কৃতির সঙ্গে যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুটো কাঠের চামচকে একসঙ্গে ধরে আরেকটি দিয়ে তাতে আঘাত করে সুর তোলা হয়। ভুভুজেলার থেকে যে আওয়াজ অনেকটাই আস্তে, কিন্তু অনেক বেশি ছন্দময়। বিদেশি অতিথিদের সাহায্যার্থে প্লাস্টিকের লোঝকাসও তৈরি করা হয়েছে। ডিজাইনার রুস্তাম নুগমানোভ প্রথম যখন জিনিসটা সামনে আনেন, খোদ রুশ প্রশাসন এগিয়ে আসে যন্ত্রটাকে আরও বেশি করে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে। লোঝকাসকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামনে আনা শুরু হয়ে গিয়েছে। রুশ সংস্কৃতির ছোঁয়ার মাঝেই গোটা বিশ্বের আরও কাছাকাছি পৌঁছোতে লোঝকাসগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'স্পুনস অফ ভিকট্রি'। রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সবুজ সংকেতে সরকারিভাবে বিশ্বকাপের বাদ্যযন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছে। কানায় কানায় ভর্তি লুঝনিকিতে একসঙ্গে ৮০ হাজারের বেশি লোঝকাস বাজলে নিঃসন্দেহে মনে রাখার মতো এক নতুন সুর-ছন্দ তৈরি হবে।

প্রথম ম্যাচে দায়িত্বে নেস্টর
বর্তমান রেফারিদের ঠুকলেন কলিনা

মিশন বিশ্বকাপ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মস্কো, ১২ জুন ঃ উদ্‌বোধনী ম্যাচে মেসিরা মাঠে না নামলেও আর্জেন্টিনার ছোঁয়া থাকছে। রাশিয়া-সৌদি আরব ম্যাচে বাঁশি মুখে থাকছেন নেস্টর পিটানা। এদিনই রেফারি কমিটির তরফে একথা ঘোষণা করা হল লুঝনিকি স্টেডিয়ামে। তাকে দু-প্রান্তে সাহায্য করবেন তারই দেশের জুয়ান পাবলো বেলাতি ও হারনান মাইদানা। নেস্টর পিটানা আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় রেফারি যিনি পরপর দুটো বিশ্বকাপে খেলাবার সুযোগ পাচ্ছেন। এর আগে তার দেশের নরবার্টো কোয়েরোজা খেলান ১৯৭০ ও ১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপে। লাতিন আমেরিকান রেফারিদের মধ্যে পিটানা অভিজ্ঞতায় অনেকটাই এগিয়ে। তিনি আর্জেন্টিনা লিগে তার কেরিয়ার শুরু করেন ২০০৭ সালে। তারপর ২০১০ এ এসে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলান। তবে এই আর্জেন্টিনীয় রেফারির সবথেকে বড়ো সাফল্য হল, ব্রাজিল বিশ্বকাপে চার বছর আগে জার্মানি-ফ্রান্স কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলানো। সেবার চার-চারটে ম্যাচ খেলাবার সুযোগ পান পিটানা। এরপর দু-বছরের মধ্যে রিও অলিম্পিকে তিনি ফের সেমিফাইনালে জার্মানি-নাইজিরিয়া ম্যাচ খেলাবার সুযোগ পেলে বোঝা যায় তার দক্ষতার প্রতি রেফারিজ কমিটির কি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। গত বছর কনফেডারেশন কাপে জার্মানি-মেক্সিকোর মধ্যে হওয়া সেমিফাইনাল ম্যাচও খেলাবার সুযোগ হয়েছে পিটানার। সবমিলিয়ে পিটানা তার সাফল্যের পুরস্কারই পেলেন বলা যায়। ৪২ বছর বয়সি এই রেফারি প্রাক্তন অভিনেতা। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি মাঠে ধরে ফেলতে পারেন ফুটবলারদের অভিনয়। এদিন ফিফার রেফারিজ কমিটির তরফে সংবাদমাধ্যমকে ভিএআর (ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি) সিস্টেম নিয়েও বিষদে ব্যাখ্যা করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনেই অবশ্য নব্য রেফারিদের বিরুদ্ধে নিজেই তোপ দাগলেন রেফারিজ কমিটির হেড বিখ্যাত কলিনা। মাঠে যেভাবে ডাকাবুকো ভঙ্গিতে সামলাতেন ফুটবলারদের, এদিনও তেমনি সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে ঠোঁট কাটা কলিনার মন্তব্য, 'এখানকার রেফারিরা বালখিল্যের মতো ভুল করে চলেছে। তাই ভিএআর সিস্টেম নিয়ে আসা হয়েছে। আগে ভুল করলে শাস্তি হিসেবে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এখন ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি থাকবেন বলে ওরাও নিজেদের ভুল শোধরাবার সুযোগ পাবেন।' খেলা বন্ধ অবস্থায় থাকলেই অবশ্য এই নিয়মের সাহায্য নিয়ে পরিস্থিতির বদল ঘটান সম্ভব। অর্থাৎ, কোনো গোল বা অন্যান্য কোনো অভিযোগ থাকলে তা খেলা চলাকালীন বিচার করে দেখা হবে না। যে সময়ে সাময়িক খেলা বন্ধ থাকবে তখনই ভিএআর সিস্টেমের সাহায্য নেওয়া হবে। প্রথম ম্যাচে এই সিস্টেমের দায়িত্বে থাকছেন, ইতালির ম্যাসমিলিয়ানো ইরাতি (ভিএআর), আর্জেন্টিনার মাওরো ভিগলিয়ানো (এভিএআর১) চিলির কার্লোস অ্যাসট্রোজা (এভিএআর২) ও ইতালির ড্যানিয়েলে ওর্সাতো (এভিএআর৩)।

সবার ফেভারিটের তালিকায় ব্রাজিল

দরজায় কড়া নাড়ছে বিশ্বকাপ। বল গড়ানো শুরু হতে বাকি ৪৮ ঘণ্টা। ফুটবল মহাযজ্ঞের প্রাক্কালে **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**-এর চার বিশেষজ্ঞের নজরে রাশিয়া বিশ্বকাপ

শঙ্করলাল চক্রবর্তী

খেতাব জয়ের ফেভারিট
ব্রাজিল এবং ইংল্যান্ড।

সম্ভাব্য ফাইনালিস্ট
ব্রাজিল, ইংল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানিকেও দৌড়ে রাখব।

গোল্ডেন বুট ও বলের দাবিদার
আমার প্রথম পছন্দ নেইমার। সঙ্গে ইংল্যান্ডের স্টার্লিং ও বেলজিয়ামের এডেন হ্যাজার্ড চমক দিলে অবাক হব না।

নয়া তারকা
বিশ্বকাপ শুরুর আগে এই পূর্বাভাস করা খুব কঠিন। তবু ইংল্যান্ডের স্টারলিং ও বেলজিয়ামের এডেন হ্যাজার্ডের দিকে নজর থাকবে।

কালো ঘোড়া
অবশ্যই ইংল্যান্ড। গত কয়েকবছরে যুব পর্যায়ে প্রায় সব বিশ্বকাপ জিতেছে ইংল্যান্ড। ফলে ওদের ফুটবল যে সঠিক পথে এগোচ্ছে তা প্রমাণিত। ১৯৬৬ সালের পর ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ জিতলে অবাক হব না।

মেহতাব হোসেন

খেতাব জয়ের ফেভারিট
খুব কঠিন প্রশ্ন। আমি তালিকায় জার্মানি, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, স্পেন, ফ্রান্স-ফুটবলের সব বড়ো দলকেই রাখব। সবারই কাপ জয়ের ক্ষমতা রয়েছে।

সম্ভাব্য ফাইনালিস্ট
স্পেন, আর্জেন্টিনা আমার প্রিয় দল। ওরা ফাইনাল খেললে ভালো লাগবে। কিন্তু এই তালিকায় আরও অনেককেই রাখতে হবে।

গোল্ডেন বুট ও বলের দাবিদার
বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় এই পূর্বাভাস খুব কঠিন। আমি খুশি হব মেসি সোনার বুট বা বল পেলে। আর্জেন্টিনার ডিবালাকেও তালিকায় রাখব।

নয়া তারকা
সেনেগালের মানে, মিশরের সালাহ ও ফ্রান্সের গ্রিজম্যানের দিকে নজর থাকবে আমার।

কালো ঘোড়া
আমার কালো ঘোড়া ফ্রান্স। এশিয়ার কোনো দল চমক দিলে খুশি হব।

সন্দীপ নন্দী

খেতাব জয়ের ফেভারিট
ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, স্পেন ও জার্মানিও।

সম্ভাব্য ফাইনালিস্ট
ব্রাজিল, জার্মানির সঙ্গে স্পেনকেও রাখব।

গোল্ডেন বুট ও বলের দাবিদার
আমার ভোট নেইমারের দিকে। ২০১৪-র বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে জার্মানির কাছে বিশ্রী হেরেছিল ব্রাজিল। বাড়তি খিদে নিয়ে নামবে নেইমার।

নয়া তারকা
প্রতিটি বিশ্বকাপ নতুন তারকার জন্ম দেয়। আমার প্রথম পছন্দ স্পেনের গোলরক্ষক দি গিয়া। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে খুব ভালো খেলছে। সালাহর চোট পরিস্থিতি কীরকম জানি না। হ্যারি কেনের দিকেও চোখ রাখব।

কালো ঘোড়া
বেলজিয়াম বেশ ভালো দল। গতবারের দলটাই মোটামুটি ধরে রেখেছে। লুকাকু, হ্যাজার্ড, কোম্পানিরা অনেক হিসেব পালটে দিতে পারে।

অর্ণব মণ্ডল

খেতাব জয়ের ফেভারিট
ব্রাজিল, স্পেন, ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানি।

সম্ভাব্য ফাইনালিস্ট
আমার ফেভারিট দল জার্মানি। ওদেরকে ফাইনালে দেখছি। ব্রাজিল বেশ ভালো খেলছে। তবে ফ্রান্সই দ্বিতীয় পছন্দ।

গোল্ডেন বুট ও বলের দাবিদার
ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সিআরসেভেনের ভক্ত আমি। ওকে ছাড়া কাউকে ভাবতে পারছি না। ফ্রান্সের গ্রিজম্যানকেও রাখব রোনাল্ডোর সঙ্গে।

নয়া তারকা
সালাহ, গ্রিজম্যান, হ্যারি কেনের মধ্যে নায়ক হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পোল্যান্ডের গোলমেশিন লেওয়ানডস্কিকেও ভুললে চলবে না।

কালো ঘোড়া
ক্রোয়েশিয়া। আনপ্রেডিক্টেবল টিম।

মুগ্ধ ফুটবলবিশ্ব
পাথর দিয়ে মেসি, সালাহর ভাস্কর্য

কাজান, ১২ জুন ঃ সবুজ গালিচায় মেসির বাঁ-পায়ের জাদুতে মজেননি এমন ফুটবলপ্রেমী খুব কমই আছেন। পিছিয়ে নেই মিশরের জাদুকর মহম্মদ সালাহও। বাঁ-পায়ে তিনিও ঝড় তুলেছেন ইংলিশ ফুটবলে। রাশিয়ার মাটিতে তাদেরকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদও তুঙ্গে। পিছিয়ে নেই মেসি-সালাহদের অন্ধ সমর্থকরাও। আর্জেন্টিনা, মিশরের মতো বিশ্বকাপ আয়োজক রাশিয়াও প্রস্তুত দুই ফুটবল মহারথীকে যোগ্য অভ্যর্থনা জানাতে। তবে শুধু সমর্থনের ডালি নয়, প্রিয় তারকাকে আপন করে নিতে তারা বেছে নিয়েছেন নিজস্ব ভঙ্গি। রাশিয়ার কাজান শহরের একদল ভাস্কর্য শিল্পী যেমন পাথর দিয়ে গড়েছেন লিওনেল মেসি, মহম্মদ সালাহর আবক্ষ।

বিভিন্ন রংয়ের ছোটো ছোটো পাথর দিয়ে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসি, মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহর বল নিয়ে দৌড়ের ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তুলেছেন রাশিয়ান শিল্পী আনা সোলনেচনায়া ও তার দল। মঙ্গলবার কাজান শহরে সেই ভাস্কর্য চিত্রগুলির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করেন তারা। সেই প্রদর্শনীশালায় প্রিয় তারকার 'পাথুরে ছবি' দেখতে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য ফুটবল ভক্ত। মূল উদ্যোক্তা তথা শিল্পী সোলনেচনায়া জানান, 'আমরা এর আগেও বিভিন্ন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের এমন ছবি তৈরি করেছি। বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে অনেক ফুটবলপ্রেমী রাশিয়ায় উপস্থিত হবেন। তাদের সামনেই এই বিচিত্র শিল্পকলা তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।' একইসঙ্গে মেসি-সালাহদের মতো ফুটবল আইকনদের বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে শিল্পী সোলনেচনায়া জানান, 'ফুটবল মাঠে মেসি, সালাহর আলাদা একটা ভাবমূর্তি রয়েছে।' রাশিয়া বিশ্বকাপের আয়োজক শহর হিসেবে কাজান থাকলেও এখানে ম্যাচ না থাকায় খেলতে দেখা যাবে না মেসি-সালাহকে। ফলে দুই তারকাকেই সামনাসামনি চাক্ষুষ করতে পারবেন না কাজানের ফুটবলপ্রেমীরা। তাই হতাশ সমর্থকরা যাতে 'দুধের স্বাদ ঘোলে' মেটাতে পারেন, তাই প্রিয় তারকার ছবিগুলির সঙ্গে ভক্তদের ছবি তোলার ব্যবস্থাও রাখছেন আয়োজকরা।

রিয়ালের নতুন কোচ লোপেতেগুই

মাদ্রিদ, ১২ জুন ঃ রিয়াল মাদ্রিদকে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়ে আচমকাই অবসরের কথা ঘোষণা করেছিলেন জিনেদিন জিদান। যার ফলে বিশ্বকাপের ভরা বাজারেও রিয়াল মাদ্রিদের 'কোচ কি খোঁজ' জারি ছিল। যদিও সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গ্যালাকটিকোস শিবিরের নতুন কোচ হলেন জুলেন লোপেতেগুই। প্রাক্তন এই স্প্যানিশ গোলরক্ষক আপাতত স্পেনের জাতীয় দল নিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকলেও রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ নিজেদের কাজটা সেরে রাখলেন। এপ্রসঙ্গে রিয়ালের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাশিয়া বিশ্বকাপের পরই লোপেতেগুই রিয়ালের দায়িত্ব নেবেন। আপাতত তাঁর সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করা হয়েছে।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতির মাঝেই নতুন দায়িত্ব লোপেতেগুইয়ের।

স্পনসর নিয়ে চিন্তা
ফিফার মুশকিল আসান চিনা সংস্থা

মস্কো, ১২ জুন ঃ বিশ্বকাপের স্পনসরশিপ থেকে আয়ের পরিমাণ কমে যাওয়ায় চিন্তিত ফিফার কর্মকর্তারা। ২০১৪ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপের থেকে আয় কমেছে রাশিয়া বিশ্বকাপের। নিয়েলসন স্পোর্টস সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গতবার স্পনসরশিপ থেকে ফিফার আয় ছিল ১৬২৯ মিলিয়ন ডলার। সেখানে রাশিয়ায় বিশ্বকাপ শুরুর আগে ফিফার আয় এসে ঠেকেছে ১৪৫০ মিলিয়ন ডলারে। যা নিয়ে কপালে ভাঁজ ফিফার শীর্ষকর্তাদের। তাঁদের মুশকিল আসান হয়ে দেখা দিয়েছে কিছু চিনা সংস্থা। চিনের অন্যতম নামি সংস্থা ওয়ান্ডা গ্রুপ যুক্ত হয়েছে ফিফার সঙ্গে। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মিডিয়া স্বত্বও তারা কিনেছে ফিফার কাছ থেকে। ২০১৫ সালে দুর্নীতির দায়ে তৎকালীন ফিফা সভাপতি শেপ ব্লাটার সহ একাধিক ফিফা কর্তারা জড়িয়ে পড়ায় স্পনসরশিপ থেকে সরে গিয়েছিল বেশকিছু নামিদামি সংস্থা। তবে রাশিয়া বিশ্বকাপে স্পনসরশিপ থেকে আয় বৃদ্ধি না ঘটলেও দ্রুতই এই সমস্যা কেটে যাবে বলে মনে করছে ফিফা। নিয়েলসন স্পোর্টস সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্লেন লোভেট বলেন, '২০২২ কাতার বিশ্বকাপে রেকর্ড আয়ের আশা করছে ফিফা। তবে রাশিয়া বিশ্বকাপ থেকে আয় না বাড়ায় হতাশ ফিফার কর্মকর্তারা। ফিফার স্পনসরশিপে এশিয়ার বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা যোগ দিচ্ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চাইনিজ সংস্থাগুলিও। যেটা স্পনসরশিপের ইতিবাচক দিক।'

উত্তর আমেরিকা নাকি আফ্রিকা
২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে বৈঠকে বসছে ফিফা

মস্কো, ১২ জুন ঃ রাশিয়া বিশ্বকাপের বল গড়াতে বাকি আর একটা দিন। অন্যদিকে, ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও চলছে সমান তালে। সেখানেই না থেমে ২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজন নিয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। বুধবার মস্কোয় এই নিয়ে ফিফার গভর্নিং বডির বৈঠক বসতে চলেছে। ইতিমধ্যেই ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য যৌথভাবে আবেদন জানিয়েছে উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা। অন্যদিকে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে আফ্রিকার মরক্কো। শেষ লড়াইয়ে বাজিমাত কে করে, তারই অপেক্ষায় গোটা ফুটবল বিশ্ব।

২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজন কোথায় হবে, তার জন্য ভোটিংয়ের দ্বারস্থ হয়েছে ফিফা। ফিফার অন্তর্ভুক্ত ২০৭টি ফুটবল খেলিয়ে দেশের সদস্যরা গভর্নিং বডির বৈঠকে ভোট দিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবেন। পরিকাঠামো ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বিশ্বকাপ আয়োজনে মরক্কোর থেকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা। তবে গোটা আফ্রিকা এবং এশিয়ার ফুটবল ফেডারেশনগুলির সমর্থন রয়েছে মরক্কোর পাশে। অনেকেই মনে করছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজনকে ঘিরে বড়ো ভূমিকা নিতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও সেই দাবি উড়িয়ে মরক্কোর ফুটবল কর্তা মওলা হাফিদ এলালামি জানান, 'আমাদের ভোট দিন, ট্রাম্পকে নয়।' পাশাপাশি তিনি এও দাবি করেন, 'যোগ্য দেশের হাতেই বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া উচিত ফিফার। ফুটবলের মধ্যে রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলাটা ঠিক হবে না। উত্তর আমেরিকার যেকোনো প্রান্তের ফুটবলের প্রতি জনপ্রিয়তাকে পাল্লা দিতে প্রস্তুত মরক্কো।'

তবে ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজনে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফ্যান্তিনোর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে বলে মনে করে ফুটবল মহল। ২০১৬ সালে ফিফা প্রেসিডেন্ট হওয়ার সময় কনকাকাফ দলগুলির তরফ থেকে সমর্থন পেয়েছিলেন ইনফ্যান্তিনো। তার প্রতিদান হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে উত্তর আমেরিকার তিন দেশকে বেছে নিতে পারেন তিনি। এমন জল্পনাও হাওয়ায় ভাসছে। জনপ্রিয়তার পাশাপাশি আয়ের দিকটাও ভাবাচ্ছে ফিফাকে। আফ্রিকার থেকে উত্তর আমেরিকায় বিশ্বকাপ আয়োজন করলে লভ্যাংশের পরিমাণ যে অনেক গুণ বাড়তে পারে, তা মনে করছেন ফিফার কর্মকর্তারা। ইতিমধ্যেই উত্তর আমেরিকার বিশ্বকাপ আয়োজনের দাবিদাররা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে রেকর্ড ১১ বিলিয়ন লাভের। আয়ের দিক বিবেচনা করেই ২০১০ সালে জুরিখে কাতারের হাতে ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজনের ভার তুলে দিয়েছিল ফিফা। পরবর্তীতে তা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। তাই বিশ্বকাপ আয়োজনকে ঘিরে স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা রক্ষার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখছে ফিফা।

১৯৮৬ এবং ১৯৯৪ সালে নিজেদের দেশের মাটিতেই বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল যথাক্রমে মেক্সিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে, ২০১০ সালে প্রথম আফ্রিকার দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ আয়োজন করে চমকে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এখন দেখার, বুধবারের বৈঠকে বিশ্বকাপ আয়োজনের শিকে কাদের ভাগ্যে ছেঁড়ে।

সাইকেলে চড়ে বিশ্বকাপে দুই ব্রিটিশ রেফারি

লন্ডন, ১২ জুন ঃ এবারের বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচেই পরিচালনার দায়িত্বে নেই ব্রিটিশ রেফারিরা। তবে আসরটা যেহেতু বিশ্বকাপ, তাতে নিজেদের দূরে রাখেনই বা কীভাবে রেফারিরা? তাই বিশ্বকাপের সাধ নিতে লন্ডন থেকে সাইকেলে রাশিয়ায় পাড়ি জমালেন দুই ব্রিটিশ রেফারি মার্টিন অ্যাটকিনসন এবং জোনাথন মস। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এই দুই রেফারিকে নিয়মিত রেফারিং করাতে দেখা যায়। সোমবার লন্ডনের সেন্ট জর্জ পার্ক থেকে রাশিয়ার কালিনিনগ্রাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তারা। এর আগেও ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, জার্মানি এবং পোল্যান্ডে সাইকেল নিয়ে চ্যারিটির উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন অ্যাটকিনসন এবং মস। লন্ডন থেকে রাশিয়ায় পৌঁছোতে দুই রেফারির সময় লাগল ১৮ দিন। সেই প্রসঙ্গে অ্যাটকিনসন বলেন, 'এটা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে কোনো চ্যালেঞ্জ থেকেই আমরা পিছপা নই।' সোমবার তাদের শুভযাত্রার সূচনায় উপস্থিত ছিলেন ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেটও। ইপিএলে রেফারি মহলের পরিচিত মুখ মার্টিন অ্যাটকিনসনের ২০১৫ সালে ইউরোপা লিগের ফাইনাল খেলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি জানান, 'আট বছর ধরে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। ম্যাচ অফিশিয়াল হিসেবে আমাদের প্রাপ্তি কিছু কম নেই। এক নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতেই রাশিয়ায় পাড়ি জমাতে আমরা সাইকেলকে বেছে নিলাম।'